জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ১৬১৭ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত

ঢাকা, ৭ই আগস্ট -- গত ২৯শে জুলাই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতভাবে ১৬১৭ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করায় যুক্তরাষ্ট্র অভিনন্দন জানিয়েছে। এই প্রস্তাবে আল-কায়দা, তালিবান এবং তাদের সহযোগীদের প্রতি আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরো জোরদার এবং পুনর্নিশ্চিত করা হয়েছে।

সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বের গোষ্ঠীবৃন্দের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতিই প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়নে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য সদস্য দেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। এই প্রস্তাবের শর্তসমূহ বাস্তবায়নে বিশ্বের অন্যান্য যে সব সরকার কাজ করছে তাদের সাথে এবং জাতিসংঘের সাথে যুক্তরাষ্ট্র তার অংশীদারিত্ব আরো গভীরভাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী।

নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৭ নম্বর প্রস্তাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর প্রচেষ্টাকে আরো মজবুত করা হয়েছে। এতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে আল কায়দা, তালিবান অথবা ওসামা বিন লাদেনের সাথে কোন ধরনের সংস্রব থাকলে তা জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে, এদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর মানদণ্ড এবং আচরণ বিধি অনুমোদন করা হয়েছে এবং বিশ্বে যে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস বিরোধী কমিটি ও সংগঠন রয়েছে তাদের মধ্যে সহযোগিতার পথ সুগম করা হয়েছে। এই সকল নিষেধাজ্ঞা ঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে পরিষদকে সাহার্য করে যে 'অ্যানালিসিস অ্যান্ড মনিটরিং টিম,' সেই টিমকেও অনুমোদন দেয়া হয়েছে এই প্রস্তাবে। সর্বপ্রথম ১৯৯৯ সালে ১২৬৭ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং পরবর্তীতে এর মাধ্যমে যে সব ফল পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ করার বিরুদ্ধে বহুপক্ষীয় প্রচেষ্টা।

তালিবান, ওসামা বিন লাদেন এবং আল কায়দার সাথে সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীদের একটি তালিকা ১৬১৭ নম্বর প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশের জন্য তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের সমুদয় সম্পত্তি জব্দ এবং তাদের চলাচল প্রতিরোধ বাধ্যতামুলক করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবে তাদের যে কোন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জাম বিক্রিতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এই সকল নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র যে উদ্যোগ নিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর এবং বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসসমুহ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা সেই ভূমিকা অব্যাহত রাখবে।

==========

জিআর/ ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *(New) এ যোগাযোগ করুন।*